প্রথম আলো

তারিখ ... 14 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

সলিমুল্লাহ এতিমখানায় সংকট

‘পরীক্ষা দেব, না খাবার খুঁজব?’

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

‘আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছি। কিন্তু পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছি না। আমাদের এতিমখানায় খাবার সরবরাহ নিয়ে সংকট চলছে। এখন পরীক্ষা দেব, না খাবার খুঁজব?’

রাজধানীর আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানায় খাবারসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাতে অর্থ সরবরাহ বন্ধ এবং কমিটির কর্মকর্তাদের দুর্নীতির প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে এতিমখানার শিক্ষার্থী সালামত খান এভাবেই তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন শিক্ষার্থী-কর্মকর্তারা।

সালামত বলেন, তিনি মিরপুরে সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে এবার পরীক্ষা দিচ্ছেন। বর্তমান কমিটি অর্থ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় উদ্বেগে রয়েছেন তাঁর মতো দুই শতাধিক শিক্ষার্থী।

ভেতরে সংবাদ সম্মেলনে সালামত যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন বাইরে ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে এতিমখানার কয়েক শ শিক্ষার্থী বলছিলেন একই উদ্বেগের কথা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এতিমখানার শিক্ষার্থী মুরসালিন খান। তিনি বলেন, ২০০৩ সালে এতিমখানার জমিতে ভবন নির্মাণের জন্য একটি আবাসনপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন কমিটির সাবেক সভাপতি সামসুন্নাহার আহসানুল্লাহ এবং সাবেক সহ-সম্পাদক খাজা জাকী আহসানুল্লাহ ওরফে সানি। চুক্তিতে এতিমখানার জন্য ভবনের যে পরিমাণ অংশ রাখা হয়েছে, তা নিতান্তই কম। এতিমখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। কিন্তু বর্তমান কমিটির সভাপতি খাজা জাকী ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রতিবাদকারীদের নানাভাবে হয়রানি করছেন। চলতি বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতে রিট পিটিশন করেন তাঁরা। আদালত সরকারের কাছ থেকে লিজ নেওয়া এতিমখানার সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে রুল জারি করে সব কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ও তদন্ত করে গত ১০ এপ্রিল একটি প্রতিবেদন দেয়। প্রতিবেদনে বর্তমান কমিটি বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়াসহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। অথচ কমিটি এখনো বিলুপ্ত করা হয়নি।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের মতো করেই এতিমখানার গঠনতন্ত্রকে পরিবর্তন করেছেন। আর এ পরিবর্তিত গঠনতন্ত্রে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক হারুন-অর-রশীদ অর্থের বিনিময়ে বেআইনিভাবে অনুমোদন দিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান কমিটি বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত একটি স্থায়ী সমাধানের দাবি জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক নাজমুস সাদাত, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নূরুল ইসলামসহ এতিমখানার শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা।

এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে উপপরিচালক হারুন-অর-রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমরা এতিমখানার স্বার্থপরিপন্থী কোনো কাজ করি না, এ নিশ্চয়তা দিতে পারি।’

প্রতিবাদের ঝড়: এতিমখানায় অর্থ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও। এর মধ্যে ‘ভালোবাসি বাংলাদেশ’ নামের একটি সংগঠনের সদস্যরা গতকাল সোমবার দুপুর ও রাতে এতিমখানায় খাবার সরবরাহ করেছেন। আগামী সাত দিন তাঁরা এতিমখানায় খাবার সরবরাহ করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের প্রতিনিধি সুফি ফারুক।